CASH CARE

গঠনতন্ত্র

সঞ্চয়ে সমৃদ্ধি, সেবায় অঙ্গীকার

স্থাপিত ২০২৬ ইং
বড়ভিটা, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম

গঠনতন্ত্র

পটভূমিঃ আমাদের সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো একটি মানবিক সহায়তা প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা। আমাদের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের সমন্বয়ে সততা, স্বচ্ছতা এবং পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন ও বৃহৎ কল্যাণমূলক উদ্যোগ বাস্তবায়নে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের সংগঠন এমন সকল ব্যক্তি বা সদস্যদের পাশে দাঁড়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যারা সততার সাথে জীবিকা নির্বাহ করতে চান বা কোনো বৈধ কাজে আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন অনুভব করেন, তাদেরকে বিনা সুদে (Interest-free) আর্থিক সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করা।

সংগঠন বৈধ উপায়ে বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করবে। সংগৃহীত এই অর্থ সংগঠনের তহবিলে সঞ্চিত রাখা হবে এবং ভবিষ্যতে তা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা হবে।

উদাহরণস্বরূপ,

ক. সমাজের অসহায়,দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো।
খ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা।
গ. রক্তদান, ত্রাণ বিতরণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও মানবিক সেবা প্রদান।

আমাদের লক্ষ্য শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান নয় বরং সদস্যদের মধ্যে বিশ্বাস, দায়বদ্ধতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক তৈরি করা । যাতে সবাই একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারে। এই সংগঠন এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে সততা ও মানবিকতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে এবং সমাজে সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সুদভিত্তিক কার্যক্রম নির্মূলের লক্ষ্যে কাজ পরিচালনা করবে ।

ধারা – ০১

ক. সংগঠনের নাম হবে: "**Cash Care (ক্যাশ কেয়ার)**"
খ. স্থাপিত ০১/০৬/২০২৬ ইং
গ. এই নামেই সংগঠনটি সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবে।
ঘ. সংগঠনের প্রধান কার্যালয় হবে: বড়ভিটা, ফুলবাড়ি, কুড়িগ্রাম।
ঙ. সংগঠন প্রয়োজন অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন স্থানে শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে । শাখা খোলার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রয়োজন হবে। প্রতিটি শাখা প্রধান কার্যালয়ের নীতিমালা অনুসরণ করবে।

ধারা – ০২

কার্যনির্বাহী পরিষদ সংস্থার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। পরিষদ নিম্নোক্ত পদ নিয়ে গঠিত হবে:

১. নির্বাহী পরিচালক - ১ জন
২. সভাপতি- ১ জন
৩. সহ-সভাপতি- ২ জন
৪. সাধারণ সম্পাদক- ১ জন
৫. সদস্য সচিব - ১ জন
৬. পরিচালক (অর্থ) - ১ জন
৭. বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক - ২ জন
৮. সেবা পরিচালক - ১ জন
৯. কার্যনির্বাহী সদস্য - ৫০ জন

ধারা – ০৩

কার্যনির্বাহী পরিষদসহ পরিবর্তনযোগ্য সকল সদস্যের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর। প্রতি ২ (দুই) বছর পর নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৫-৩০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন আয়োজন করতে হবে। নির্বাচন কার্যক্রম শুরু হওয়ার কমপক্ষে এক সপ্তাহ পূর্বে সকল হিসাব-নিকাশ প্রধান নির্বাচন কমিশনের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। নতুন পরিষদ দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত প্রধান নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব পালন করবে।

একই ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট পদে পরপর দুইবারের বেশি দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। পরপর দুই মেয়াদ পূর্ণ করার পর তিনি একই পদে পুনরায় নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবেন না। তবে পরবর্তীতে অন্য কোনো পদে দায়িত্ব পালন সম্পন্ন করার পর, যোগ্যতা ও নিয়ম অনুযায়ী পুনরায় পূর্বের পদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থাকবে।

CASH CARE

ধারা – ০৪

সংগঠন পরিচালনার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব

১. নির্বাহী পরিচালক

নির্বাহী পরিচালক সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা, তদারকি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি গঠনতন্ত্র ও পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের প্রশাসনিক, সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সংগঠনের স্বার্থ, শৃঙ্খলা ও সুনাম রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

২. সভাপতি

ক. সংগঠনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান।
খ. সভায় সভাপতিত্ব করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে চূড়ান্ত মতামত দেওয়া।
গ. সংগঠনের ভাবমূর্তি বজায় রাখা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা।
ঘ. উপদেষ্টা ও কর্মকর্তাদের সাথে পরামর্শ করে নীতি নির্ধারণ।

৩. সহ-সভাপতি

ক. সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন।
খ. সভাপতি কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন।
গ. সংগঠনের কার্যক্রমে সভাপতিকে সহায়তা করা।

৪. সাধারণ সম্পাদক

ক. সংগঠনের সামগ্রিক প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি।
খ. সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ ও বিজ্ঞপ্তি প্রদান।
গ. কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেওয়া।
ঘ. নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় রাখা।
ঙ. সদস্য সচিবসহ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করা।
চ. সংগঠনের যাবতীয় চিঠিপত্র ও যোগাযোগ পরিচালনা।

৫. সদস্য সচিব

ক. নতুন সদস্য ভর্তি প্রক্রিয়া পরিচালনা।
খ. সদস্যদের তথ্য, নথি ও রেজিস্টার হালনাগাদ রাখা।
গ. সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা।
ঘ. সদস্যপদ নবায়ন, স্থগিত ও বাতিলের প্রক্রিয়া তদারকি।
ঙ. সাধারণ সম্পাদকের নির্দেশনা অনুযায়ী দায়িত্ব পালন।

৬. পরিচালক (অর্থ)

ক. সংগঠনের আয়-ব্যয়ের হিসাব তদারকি।
খ. হিসাব সংরক্ষণ ও সদস্যদের সামনে উপস্থাপন।
গ. তহবিল নিরাপদ রাখা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা।

৭. বিনিয়োগ ব্যবস্থাপক

ক. সংগঠনের বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিকল্পনা, তদারকি ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন।
খ. নিরাপদ ও লাভজনক বিনিয়োগ খাত চিহ্নিত করা।
গ. বিনিয়োগ প্রস্তাব বিশ্লেষণ করা এবং পরিচালনা কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা।
ঘ. বিনিয়োগের ঝুঁকি মূল্যায়ন, লাভ-ক্ষতির হিসাব সংরক্ষণ এবং নিয়মিত প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৮. সেবা পরিচালক

ক. সংগঠনের সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় করা।
খ. প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রদান করা।

৯. অডিট কমিটি

সংগঠনের আর্থিক কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ সামগ্রিক বিষয় যাচাই ও তদারকি করা।

১০. কার্যনির্বাহী সদস্য

সংগঠনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সিদ্ধান্ত কার্যকর করা এবং প্রশাসনিক কাজে সহযোগিতা করা।

ধারা – ০৫

সংগঠন পরিচালনা নিয়মাবলি

ক. মানবতা, সততা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালিত হবে।
খ. সকল কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।
গ. সকল আয় ও ব্যয়ের হিসাব লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
ঘ. প্রতিটি লেনদেনের প্রমাণ (রসিদ/স্ক্রিনশট) রাখতে হবে।
ঙ. সংগঠনের অর্থ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
চ. নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়া কেউ অর্থ পরিচালনা করতে পারবে না।
ছ. নির্দিষ্ট সময় অন্তর (ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক) আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।
জ. সকল সদস্যের জন্য হিসাব উন্মুক্ত থাকবে।
ঝ. কোনো ধরনের গোপন লেনদেন গ্রহণযোগ্য নয়।
ঞ. সদস্য হতে হলে সংগঠনের নিয়ম মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হবে।
ট. সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
ঠ. নিয়ম ভঙ্গ করলে সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।
ড. গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সভার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।
ঢ. সাধারণ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত যেকোনো প্রস্তাব বা মতামত যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লিখিতভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবগত করতে পারবে। উক্ত প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ (ধারা ২) এর তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) সদস্যের অনুমোদনের মাধ্যমে গৃহীত করা হবে।

ধারা – ০৬

সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ শর্তাবলি

ক. বাংলাদেশের নাগরিক এবং ১৮ বছর বা তদূর্দ্ধ বয়সের পুরুষ অথবা মহিলা হবেন।
খ. সংগঠনের গঠনতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল হবেন।
গ. সংস্থায়/প্রকল্পে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করতে সম্মত হবেন।
ঘ. সংগঠনের সদস্য হতে হলে অবশ্যই সৎ, দায়িত্বশীল ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি হতে হবে।
ঙ. সদস্য হতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে সংগঠনের সকল নীতিমালা মেনে চলার অঙ্গীকার করে সংস্থার/প্রকল্পের সদস্য পদের জন্য নিজ স্বাক্ষরে আবেদন করতে হবে।
চ. নতুন সদস্যকে নির্ধারিত সর্বনিম্ন সঞ্চয় ৫০০ টাকা (তার নিজস্ব তহবিলে জমা থাকবে) জমা দিয়ে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।
ছ. সদস্য হওয়ার আগে তার পরিচয় (NID/যাচাইকৃত তথ্য) যাচাই করা হবে।
জ. কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা অসৎ আচরণের প্রমাণ থাকলে তাকে সদস্যপদ দেওয়া হবে না।
ঝ. নতুন সদস্যকে বিদ্যমান সদস্য/কমিটির সুপারিশের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
ঞ. সংগঠনের নিয়মিত কার্যক্রম ও মিটিংয়ে অংশগ্রহণে আগ্রহী হতে হবে।
ট. সংগঠনের সুনাম ক্ষুণ্ণ করে এমন কোনো কার্যকলাপে জড়িত থাকা যাবে না।

ধারা – ০৭

সংগঠনের কোনো সদস্য, কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংগঠনের কোনো সম্পদ, কার্যক্রম, সুনাম, তহবিল বা অংশকে ব্যক্তিগত মালিকানা হিসেবে দাবি করতে পারবে না এবং নিজস্ব সম্পত্তি বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ হিসেবে পরিচয় দিতে পারবে না। সংগঠনের সকল কার্যক্রম, সম্পদ ও অর্জন সম্মিলিতভাবে সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত এবং তা শুধুমাত্র সংগঠনের স্বার্থে ব্যবহারযোগ্য।

কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে সংগঠনের কোনো অংশকে নিজের নামে বা ব্যক্তিগত পরিচয়ে প্রচার করলে তা সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধারা – ০৮

সংগঠনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ, স্থগিতকরণ বা বহিষ্কারের ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হবে এবং সেই নোটিশের জবাব দিতে হবে ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে। নির্ধারিত কর্মদিবসের মধ্যে যথাযথ নোটিশ প্রেরণে ব্যর্থ হলে অথবা প্রেরিত নোটিশের জবাবে সংগঠন সন্তুষ্ট না হলে, সংশ্লিষ্ট সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তার সদস্য পদ বাতিল করা হবে। সদস্যপদ বাতিল হওয়ার পর পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তার সকল আর্থিক হিসাব নিষ্পত্তি করে প্রদান করা হবে।

ধারা – ০৯

সংগঠনের সদস্য থাকা অবস্থায় কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে এবং তা যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হলে, সংগঠনের সম্মতিক্রমে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ধারা – ১০

সংগঠনের নিম্নে বর্ণিত ৫ (পাঁচ) প্রকার সদস্য থাকবে।

যথা-
১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।
২. উপদেষ্টা মণ্ডলী।
৩. কার্যকরী কমিটির সদস্য।
৪. কার্যকরী সদস্য।
৫. সাধারণ সদস্য।

ধারা – ১১

প্রতিষ্ঠাতা সদস্য

সংগঠন প্রতিষ্ঠালগ্নে যেসকল সদস্য ভর্তি ফি প্রদানের মাধ্যমে সংগঠনের সদস্য হবেন তাঁদেরকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংগঠনের কার্যকরী কমিটিসহ যেকোন পদ অলংকৃত করতে পারবেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের নাম সদস্যের ভর্তি রেজিস্টারে অন্তর্ভূক্ত থাকলেও প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের জন্য পৃথক রেজিস্টার ব্যবহার করা হবে।

ধারা – ১২

উপদেষ্টা মণ্ডলী

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যসহ মোট ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হবে। উক্ত মণ্ডলীর মোট সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) স্থায়ী সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন এবং স্থায়ী শূন্য পদ স্থায়ী সদস্যের দ্বারা মনোনীত হবেন। অবশিষ্ট সদস্যরা অস্থায়ী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। এছাড়া, অস্থায়ী সদস্যরা বিভিন্ন মেয়াদের জন্য উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারবেন। অস্থায়ী উপদেষ্টা মণ্ডলীতে সংগঠনের যে কোনো সৎ, নিষ্ঠাবান ও যোগ্য ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। কোন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বইচ্ছায় সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করলেও, উপদেষ্টা মণ্ডলীর অনুমোদনক্রমে তিনি অস্থায়ী উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

সংগঠনের সকল কার্যক্রম, পরিকল্পনা ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ উপদেষ্টা মণ্ডলীর তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) অনুমোদনক্রমে কার্যকর হবে এবং সংগঠনের সকল সদস্য তা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবেন। সংগঠনের স্বার্থ, শৃঙ্খলা ও নীতিমালা রক্ষার্থে প্রয়োজনবোধে উপদেষ্টা মণ্ডলী যেকোনো কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ, পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

ধারা – ১৩

কার্যকরী কমিটির সদস্য

সংস্থার/প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ন্যূনতম ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যকরী কমিটি কার্যকরী সদস্যের দ্বারা গঠন করা হবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংস্থার/প্রকল্পের কার্যকরী কমিটির সদস্য ব্যতীত কার্যকরী সদস্যকে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। কার্যকরী কমিটির সভা নিয়মিত থাকবে। কার্যকরী কমিটির সদস্য হওয়ার জন্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে ধারা-০৬ অবশ্যই প্রযোজ্য হবে।

কার্যকরী কমিটির সদস্যের অধিকার ও কর্তব্যঃ

ক. সংস্থার/প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে বিবেচিত হবেন।
খ. ২ (দুই) বছর পর্যন্ত সংস্থার/প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে বহাল থাকবেন।
গ. বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।
ঘ. সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।
ঙ. সংস্থার/প্রকল্পের বিনিয়োগকারী সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।
চ. কার্যকরী কমিটির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
ছ. সংস্থার/প্রকল্পের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা ও বাজেট পর্যালোচনা করে কার্যনির্বাহী পরিষদে লিখিত আকারে রিপোর্ট করবেন।
জ. সদস্য কর্তৃক যে কোন সমস্যা সমাধানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারবেন।

ধারা – ১৪

কার্যকরী সদস্যের অধিকার ও কর্তব্য

কার্যকরী সদস্যই সংগঠনের মূল শক্তি হিসাবে বিবেচিত হবে। একজন কার্যকরী সদস্য নিম্নবর্ণিত অধিকারসমূহ ভোগ করবেন।

ক. উপদেষ্টা বা কার্যকরী কমিটির সদস্য পদে প্রার্থী হতে এবং উক্ত কমিটি গঠনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
খ. গঠনতন্ত্র সংশোধন, সংগঠনের /সংস্থার/প্রকল্পের ঠিকানা পরিবর্তনসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিবেন।
গ. উপদেষ্টা বা কার্যকরী কমিটির শূন্য আসন পূরণে নির্বাচনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারবেন। দাতা সংগঠন কর্তৃক প্রদত্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রকল্প কমিটি গঠনে সিদ্ধান্ত নিবেন।
ঘ. সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন ও অনুমোদনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশন ও অডিট কার্যক্রম

ধারা – ১৫

নির্বাচন কমিশন

উপদেষ্টা মন্ডলীর আহ্বানে ১০ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে। নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে সংগঠনের সকল নির্বাচন কার্যাবলী সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ার সার্বিক তত্ত্বাবধান ও নির্বাচনকালীন সাময়িক সময়ের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল দায়িত্ব পালন করবেন। নির্বাচন শেষে কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর সহ পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন উপদেষ্টা মন্ডলীর নিকট উপস্থাপন করতে হবে।

ধারা – ১৬

অডিট কার্যক্রম

উপদেষ্টা মন্ডলীর আহ্বানে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি গঠিত হবে। সংগঠনের সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব নির্দিষ্ট সময় (ত্রৈমাসিক/ষাণ্মাসিক) অন্তর অডিট সম্পন্ন হওয়ার পর তা বাধ্যতামূলক প্রকাশ করতে হবে। এই নিয়ম সংগঠনের সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। অডিট রিপোর্ট সাধারণ সভা বা বার্ষিক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। রিপোর্ট লিখিত আকারে প্রস্তুত করে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

সভা ও কোরাম

ধারা – ১৭

সাধারণ সভা

সাধারণ সভা বছরে দুই (০২) বার অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দুই বারের অধিক সাধারণ সভা আহ্বান করা যাবে। উপদেষ্টা মণ্ডলীর আহ্বানে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভার তারিখের ৭ (সাত) থেকে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে আলোচ্য বিষয় উল্লেখপূর্বক লিখিত আকারে সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করবে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ক্ষেত্রে সকল সদস্যকে যথাযথভাবে অবহিত করার বিষয়টি সংরক্ষণ করতে হবে। সাধারণ সভায় কার্যকারী সদস্যের তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) সদস্যের উপস্থিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বৈধ ও অনুমোদিত বলে গণ্য হবে।

ধারা – ১৮

কোরাম

সভায় কার্যকরী সদস্যের ন্যূনতম ৫০% উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কোরাম পূর্ণ না হলে সভার কার্যবিবরণীতে “কোরাম পূর্ণ হয়নি” মর্মে উল্লেখ করতে হবে এবং সভা মূলতবি ঘোষণা করা হবে।

নিম্নক্ত নিয়মসমূহ সংগঠনের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সকল সদস্যের সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রযোজ্য হবে।

ধারা – ১৯

মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ

ক. সকল সদস্যের নিবন্ধন ফি ও ব্যক্তিগত মাসিক সঞ্চয় একত্রিত করে সংস্থার 'মূলধন তহবিল' গঠিত হবে। এই তহবিল সংস্থার অনুমোদিত ব্যাংক হিসাবে সংরক্ষিত থাকবে।
খ. প্রতিটি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে গৃহীত হবে।
গ. বিনিয়োগের অগ্রাধিকার খাত: কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি।
ঘ. প্রতিটি বিনিয়োগ প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করা হবে। সংশ্লিষ্ট খাতের ঝুঁকি, সম্ভাব্য মুনাফা, স্থায়িত্ব এবং সংস্থার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আলোচনা সাপেক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ (শতাংশ) নির্ধারণ করা হবে।
ঙ. বিনিয়োগের যাবতীয় কার্যক্রম প্রতি ত্রৈমাসিকে কার্যনির্বাহী পরিষদকে অবহিত করতে হবে।

ধারা – ২০

সংগঠনের প্রত্যেক সদস্য মাসিক ৫০০ (পাঁচশত) টাকা থেকে সঞ্চয় শুরু করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে, সংগঠনের আর্থিক অবস্থা এবং সদস্যদের সম্মতির ভিত্তিতে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার বিষয়টি সভায় আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা যাবে। এ ক্ষেত্রে উপস্থিত সদস্যদের মতামত গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন সঞ্চয়ের পরিমাণ কার্যকর করা হবে। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি সংক্রান্ত যেকোনো সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তা সকল সদস্যকে যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে, যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত থাকে।

ধারা – ২১

কোনো সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ন্যূনতম সঞ্চয় প্রদান করতে ব্যর্থ হলে তাকে অতিরিক্ত ১৫ (পনেরো) দিন সময় প্রদান করা হবে। উক্ত অতিরিক্ত সময়ের মধ্যেও যদি সদস্য সঞ্চয় প্রদান করতে ব্যর্থ হন, তাহলে তাকে লেট ফি (Late Fee) সহ বকেয়া পরিশোধ করতে হবে। আদায়কৃত লেট ফি সদস্যের ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসেবে গণ্য হবে না। এটি সংগঠনের আয় (Income) হিসেবে যুক্ত হবে এবং কোনো সদস্য এ অর্থ দাবি করতে পারবেন না।

ধারা – ২২

লেট ফি সহ পরিশোধ করার পরও যদি কোনো সদস্য নিয়মিত সঞ্চয় করতে ব্যর্থ হন, তবে তাকে নিয়মিত সঞ্চয়ে ফিরে আসার জন্য সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস সময় প্রদান করা হবে। নির্ধারিত এই ৩ (তিন) মাসের মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট সদস্য তার সকল বকেয়া সঞ্চয় লেট ফি সহ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সংগঠনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তার লেট ফি ঐ সদস্যের মূলধন থেকে কর্তন করা হবে এবং পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তার সদস্য পদ বাতিল করা হবে।
সদস্যপদ বাতিল হওয়ার পর, পরবর্তী ৩ (তিন) মাসের মধ্যে তার সকল আর্থিক হিসাব নিষ্পত্তি করে প্রদান করা হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ লেট ফি মওকুফ ও সদস্যপদ বহাল রাখার ক্ষমতা রাখবে।

CASH CARE

ধারা –২৩

নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা

ক. সংগঠনের অধীনে পরিচালিত যেকোনো বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে সংগঠন যে মুনাফা অর্জন করবে, তার ৪০% বাধ্যতামূলকভাবে সকল বিনিয়োগকারী সদস্য তাদের নিজ নিজ বিনিয়োগের অনুপাত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সদস্যের ব্যক্তিগত তহবিলে স্থায়ীভাবে সংযোজিত থাকবে। এই সংযোজিত অর্থ সদস্যের ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসেবে গণ্য হবে এবং এটি তার ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা, পুনঃবিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকবে।

খ. বিনিয়োগ থেকে মোট অর্জিত মুনাফার একটি নির্দিষ্ট অংশ ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য সংরক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে অনুযায়ী, মোট অর্জিত মুনাফার ১৫% অংশ "ঝুঁকি সংরক্ষণ তহবিল"/"তারল্য তহবিল"-এ জমা রাখা হবে।

গ. বিনিয়োগ থেকে মোট অর্জিত মুনাফার ৫% "সাংগঠনিক পরিচালনা ব্যয়" হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে।

ঘ. বিনিয়োগ থেকে মোট অর্জিত মুনাফার ৪০% সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে ব্যয় করা হবে। জরুরি প্রয়োজনে সংগঠনের সহায়তার উদ্দেশ্যে সংরক্ষিত থাকবে।

এই অর্থ নিম্নোক্ত খাতে ব্যবহৃত হবে—

- অসহায় ও দরিদ্র মানুষের আর্থিক সহায়তা প্রদান।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায় সহায়তা।
- দুর্যোগকালীন ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা।

ঙ.বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে অর্জিত মুনাফা প্রতি অর্থবছর (সংগঠন কর্তৃক ঘোষিত) শেষে সংগঠনের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

ধারা – ২৪

বিনিয়োগ কার্যক্রমে কোনো প্রকার ক্ষতি হলে, উক্ত ক্ষতি সকল বিনিয়োগকারী সদস্য তাদের নিজ নিজ বিনিয়োগের অনুপাত অনুযায়ী বহন করবেন। এর মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ও ভারসাম্যপূর্ণ আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।

ধারা – ২৫

যেকোনো সদস্য ব্যক্তিগত বা যৌক্তিক কারণে সংগঠন থেকে স্বেচ্ছায় অব্যাহতি গ্রহণ করতে পারবেন, তবে তা সংগঠনের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

ধারা ১৬ অডিট কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো সদস্য স্বেচ্ছায় সদস্যপদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করলে অথবা সংগঠনের সিদ্ধান্তক্রমে সদস্যপদ নিষ্পত্তি করা হলে, সংশ্লিষ্ট সদস্যের সর্বশেষ অডিট অনুযায়ী হিসাব চূড়ান্ত করে তার জমাকৃত মূলধন ও প্রাপ্য মুনাফাসহ অর্থ সংগঠনের নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ফেরত প্রদান করা হবে। এর জন্য সদস্যকে সংগঠন ত্যাগের ইচ্ছা লিখিতভাবে (আবেদনপত্রের মাধ্যমে) জানাতে হবে। সদস্যের লিখিত আবেদন গ্রহণের পর সংগঠন বিষয়টি যাচাই– বাছাই ও হিসাব–নিকাশ সম্পন্ন করে সর্বোচ্চ এক (১) মাসের মধ্যে সদস্যপদ নিষ্পত্তি সম্পন্ন করবে এবং পরবর্তী ২ মাসের মধ্যে জমাকৃত মোট মূলধন ও প্রাপ্য মুনাফাসহ ১০০% অর্থ ফেরত প্রদান করা হবে।

আর্থিক সহায়তা নীতিমালা

ধারা – ২৬

সংগঠনের সর্বস্তরের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা

সংগঠনের সদস্যগণ তাদের জমাকৃত সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। শর্তসাপেক্ষে, একজন সদস্য তার মোট জমাকৃত টাকার সর্বোচ্চ (৬০%) পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের সুযোগ পাবেন। ঋণ গ্রহণের জন্য সদস্যকে অবশ্যই কমপক্ষে ৬ (ছয়) মাস ধরে নিয়মিত সঞ্চয় করতে হবে। সদস্যের সঞ্চয় নিয়মিত হওয়ার পর, ঋণ আবেদন করা যাবে। ঋণ অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর, ঋণ প্রদান করা হবে ৭ (সাত) থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে।

ধারা – ২৭

সদস্য ব্যতীত সর্বসাধারণের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা

সংগঠনটি মানবিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে সাধারণ জনগণের জন্যও শর্তসাপেক্ষে ঋণ সুবিধা প্রদান করবে। যারা সংগঠনের সদস্য নন কিন্তু আর্থিকভাবে সংকটে আছেন, তারা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। শুধুমাত্র সেই সকল ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করবে, যারা প্রাপ্ত অর্থ হালাল ও বৈধ উপায়ে ব্যবহার করবেন।

ক. ঋণগ্রহীতা প্রতিশ্রুতি দিবেন যে তিনি প্রাপ্ত অর্থ হালাল ব্যবসা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা সমাজকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করবেন।
খ. কোনো প্রকার অবৈধ, অসামাজিক বা ইসলামিক শরীয়াহ বিরোধী কাজে ঋণের অর্থ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।
গ. ঋণ আবেদন করার সময় ঋণগ্রহীতাকে তার অর্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে।
ঘ. প্রয়োজনবোধে সংগঠন কর্তৃপক্ষ ঋণের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা যাচাই বা পর্যবেক্ষণ করতে পারবে।
ঙ. যদি প্রমাণিত হয় যে ঋণের অর্থ নির্ধারিত বা বৈধ কাজে ব্যবহার করা হয়নি, তাহলে সংগঠন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং ভবিষ্যতে তার ঋণ সুবিধা স্থগিত করতে পারবে।

ধারা – ২৮

ঋণ গ্রহণের এই শর্তটি সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে—তিনি সংগঠনের সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা কিংবা বাইরের সাধারণ ব্যক্তি যেই হোন না কেন। প্রত্যেক ঋণগ্রহীতার জন্য একজন জামিনদার থাকা বাধ্যতামূলক। এক্ষেত্রে জামিনদারকে অবশ্যই সংগঠন কিংবা বাইরের সধারণ মানুষ নিজ থেকে উচ্চতর স্তরের কর্মজীবী হতে হবে। ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামিনদার দায় বহন করবে। এর মাধ্যমে ঋণের নিরাপত্তা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে।

পরিশোধ পদ্ধতি (Installment System) এবং পরিশোধের মাধ্যম

ধারা – ২৯

ক. ঋণগ্রহীতা কিস্তির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করবে । বড়/মাঝারি ঋণ ঋণগ্রহীতা মাসিক কিস্তির মাধ্যমে এবং ছোট ঋণ সাপ্তাহিক কিস্তির মাধ্যমে পরিশোধ করবে ।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে:

ছোট ঋণ: ৩–৬ মাস
মাঝারি/বড় ঋণ: ৬–১২ মাস।

খ. কিস্তির পরিমাণ ঋণের মোট অংক ও সময় অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে।

ধারা – ৩০

ক. অর্থ নগদ ও ব্যাংক এর মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবে এবং প্রতিটি পেমেন্টের জন্য রসিদ প্রদান বাধ্যতামূলক।
খ. নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক লিখিত অনুমোদন/আদেশ দ্বারা সংগঠনের পরিচালক (অর্থ) এর মাধ্যমে সকল প্রকার অর্থ আদায় করা যাবে এবং পরিচালক (অর্থ) আদায়কৃত অর্থ নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা করবেন।
গ.প্রত্যেক সদস্যের তথ্য ও বিনিয়োগকৃত অর্থের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট অফলাইন এবং অনলাইনে সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।
ঘ. সংগঠন থেকে একটি পরিশোধ সনদ (Clearance Certificate) দেওয়া হবে । এতে ভবিষ্যতে আবার ঋণ নিতে সুবিধা হবে।

CASH CARE

ধারা – ৩১

সংশোধনের অধিকার

ক. সংগঠনের গঠনতন্ত্র/নিয়মাবলী সংশোধন করার ক্ষমতা সাধারণ সভা (General Meeting)-এর উপর ন্যস্ত থাকবে।
খ. কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজন অনুযায়ী সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারবে।
গ. যেকোনো সদস্য লিখিতভাবে সংশোধনের প্রস্তাব দিতে পারবে, প্রস্তাবটি সভার কমপক্ষে ৭–১৫ দিন আগে জমা দিতে হবে।
ঘ. প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবে সংশোধনের প্রস্তাব উল্লেখ থাকতে হবে।
ঙ. সংশোধনের প্রস্তাব সাধারণ সভায় উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে এবং উপস্থিত সকল সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হবে। পরবর্তীতে কার্যনির্বাহী পরিষদ (ধারা ২) এর তিন-চতুর্থাংশ (৩/৪) সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে সংশোধন ও পরিবর্তন করা হবে।
চ. সংশোধনী অনুমোদিত হওয়ার ৩ কর্মদিবস পর কার্যকর হবে।
ছ. রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত যেকোনো সংশোধন, সংযোজন বা সিদ্ধান্ত সংগঠনের সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কার্যকর ও অনুসরণযোগ্য হবে। তবে উপদেষ্টা মন্ডলী প্রয়োজনে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।